৩য় অধ্যায়: “আমাদের চার নেতা”

ক. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিই

১। শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক কোন জেলায় জন্মগ্রহণ করেন?
✓ **খ) বরিশাল**

২। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীকে কী বলে ডাকা হতো?
✓ **ঘ) মজলুম জননেতা**

৩। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কত সালে ছয় দফা দাবির কথা বলেন?
✓ **ঘ) ১৯৬৬**

৪। যুক্তফ্রন্ট গঠনের জন্য কে প্রধান ভূমিকা পালন করেন?
✓ **খ) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী**

খ. সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করি

১। জনগণের **অধিকার** প্রতিষ্ঠার জন্য হোসেন শহীদ সোহ্রাওয়ার্দী কাজ করেন।
২। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছাত্র অবস্থায় **পাকিস্তান** প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করেন।
৩। এ কে ফজলুল হক ছিলেন উপমহাদেশের একজন **সাহসী** নেতা।
৪। মওলানা ভাসানী ছিলেন বাংলাদেশের **গণমানুষের** নেতা।

গ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কে ছিলেন?

উত্তর:
হোসেন শহীদ সোহ্রাওয়ার্দী অবিভক্ত বাংলার একজন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক নেতা ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন।

২। কারা মওলানা আবদুল হামিদ খানকে ‘ভাসানী’ উপাধি দিয়েছিলেন?

উত্তর:
আসামের ভাসানচরের কৃষক ও সাধারণ মানুষ তাঁকে ‘ভাসানী’ উপাধি দিয়েছিলেন।

৩। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দেওয়া হয় কেন?

উত্তর:
পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের অধিকার আদায়ের আন্দোলন করার কারণে তাঁর নামে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দেওয়া হয়।

৪। কেন শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ঋণ সালিশি বোর্ড গঠন করেন?

উত্তর:
মহাজনদের ঋণের অত্যাচার থেকে কৃষকদের বাঁচানোর জন্য তিনি ঋণ সালিশি বোর্ড গঠন করেন।

নিচে **ঘ. বর্ণনামূলক প্রশ্নগুলো বড় করে, বিস্তারিত বর্ণনাসহ** তৃতীয় শ্রেণির উপযোগী ভাষায় লেখা হলো। এগুলো পরীক্ষায় **পূর্ণ নম্বর পাওয়ার মতো** করে সাজানো।

ঘ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১। নেতা হিসেবে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর অবদান লিখি।

উত্তর:
হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ছিলেন অবিভক্ত বাংলার একজন প্রখ্যাত ও গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক নেতা। তিনি জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সারাজীবন কাজ করেছেন। তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন বিষয়ে পড়াশোনা করে দেশে ফিরে আইনজীবী হিসেবে কাজ শুরু করেন। পরে তিনি রাজনীতিতে সক্রিয় হন।
তিনি কলকাতা কর্পোরেশনের ডেপুটি মেয়র, বাংলা প্রাদেশিক সরকারের মন্ত্রী, অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী এবং পরে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।
১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট গঠনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তিনি সব ধর্ম ও সব জাতির মানুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন। গণতন্ত্র ও ন্যায়বিচারের পক্ষে তাঁর দৃঢ় অবস্থানের জন্য তাঁকে “গণতন্ত্রের মানসপুত্র” বলা হয়।

২। নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান লিখি।

উত্তর:
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহান নেতা এবং জাতির পিতা। তিনি ছোটবেলা থেকেই রাজনীতি সচেতন ছিলেন এবং ছাত্র অবস্থায় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে অংশ নেন।
পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তিনি পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের ওপর হওয়া অন্যায় ও শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। এজন্য তাঁকে বহুবার কারাবরণ করতে হয়।
১৯৬৬ সালে তিনি ছয় দফা দাবি উত্থাপন করেন, যা বাঙালির মুক্তির সনদ হিসেবে পরিচিত। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের পর জনগণ তাঁকে “বঙ্গবন্ধু” উপাধি দেয়।
১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণ বাঙালিকে স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত করে। তাঁর নেতৃত্বেই ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। স্বাধীনতার পর তিনি প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতি হিসেবে দেশ পরিচালনা করেন।

৩। সমাজের বৈষম্য দূর করতে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী কীভাবে অবদান রেখেছেন?

উত্তর:
মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ছিলেন বাংলাদেশের মজলুম জননেতা। তিনি সারাজীবন শোষিত, নির্যাতিত ও দরিদ্র মানুষের অধিকার রক্ষায় কাজ করেছেন।
তিনি কৃষক, শ্রমিক ও সাধারণ মানুষের পক্ষে আন্দোলন করেছেন এবং সমাজ থেকে বৈষম্য দূর করতে চেয়েছেন। ইংরেজ শাসন, পাকিস্তানি শাসন এবং সব ধরনের অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার ছিলেন।
রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান এবং একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। তিনি

গ্রাম থেকে গ্রামে ঘুরে মানুষকে সচেতন করতেন।
সমাজে যেন কেউ নির্যাতিত না হয় এবং সবাই সমান অধিকার পায়—এই লক্ষ্যেই তিনি আজীবন সংগ্রাম করেছেন।

৪। এ কে ফজলুল হককে ‘বাংলার বাঘ’ বলা হয় কেন?

উত্তর:
এ কে ফজলুল হক ছিলেন অত্যন্ত সাহসী, দৃঢ়চেতা ও জনগণের নেতা। তিনি ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে এবং জমিদারি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান নেন।
তৎকালীন সময়ে জমিদার ও মহাজনদের অত্যাচারে কৃষকরা খুব কষ্টে ছিল। শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক জমিদারি প্রথা বাতিল করেন এবং কৃষকদের ঋণের হাত থেকে রক্ষা করতে ঋণ সালিশি বোর্ড গঠন করেন।
তিনি কৃষক-প্রজা পার্টি গঠন করে সাধারণ মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য আন্দোলন করেন। দেশ ও মানুষের স্বার্থে সাহসিকতার সঙ্গে কাজ করার জন্য তাঁকে “শেরে বাংলা” বা “বাংলার বাঘ” বলা হয়।